গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক নিউ টাইমস
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ৩০.১১.২০২৩ খ্রি.

সংবাদ
সম্পাদকীয়
নিবন্ধ/প্রবন্ধ/চিঠিপত্র

কেন্দুয়ায় আমনের বাম্পার ফলন, দামে হতাশ কৃষক

কেন্দুয়া সংবাদদাতা ॥ নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় আমন ধানের ফসলের মাঠ যেন প্রকৃতির সোনালি রঙে সেজেছে। মৃদু মন্দ বাতাসে দোল খাচ্ছে কৃষকের স্বপ্ন। প্রতিটি বাড়ি বাড়ি চলছে নতুন ধান ঘরে তোলার নবান্ন উৎসবের প্রস্তুতি। চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আমন ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবুও দামে হতাশ কৃষক। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর আমন মৌসুমে উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ২০ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও অর্জিত হয়েছে আরও বেশি। এর মধ্যে অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ১ হাজার ৫০০ হেক্টরের মতো আমন ধান পানিতে তলিয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর ২ হাজার হেক্টর আমন ধান আংশিক নষ্ট হয়েছে। আমন ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে হেক্টর প্রতি ৪.৫-৫.০০ টন। কৃষি অফিসের ব্যাপক তৎপরতা, কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম, বীজ ও সার প্রণোদনা, অনুকূল আবহাওয়া, সার, কীটনাশকসহ বাজারে কৃষি উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও সেচের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের ব্যবস্থাপনা এবং আবাদ উপযোগী পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় চলতি মৌসুমে আমন ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা দেখছেন কৃষি বিভাগ। উপজেলার চিরাং ইউনিয়নের কৃষক নাজমুল হক বলেন, আমি তিন বিঘা জমিতে আমন ধানের চাষ করেছি। আমন ধান কাটা-মাড়াই শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে আগাম জাতের ধান কাটা ও মাড়াই শেষ হয়েছে। আশা করছি ফলন ভালো হবে। যদিও অতি বৃষ্টিতে অনেক ক্ষতি হয়েছে। খালিজুরা গ্রামের কৃষক শহিদ মিয়া হতাশার সুরে বলেন, খরচের তুলনায় বাজারে ধানের দাম নেই। গত বছর প্রতি মণ আমন ধান বিক্রি হয়েছে ১২০০-১৩০০ টাকা, আর এ বছর ১০০০-১০৫০ টাকা। ইরি-বোরো মৌসুমে ও ধানের দাম পাওয়া যায়নি। বাজারে সার, বীজ, কীটনাশকসহ নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য আমন ধানের ভালো দাম না পেলে কৃষকের মরণ দশা হবে। কেন্দুয়া উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন সুলতানা বলেন, উপজেলায় ২০ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আমন চাষাবাদ হয়েছে। এর মধ্যে অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ৪ হাজার হেক্টরের মতো জমির আমন ধান পানিতে তলিয়ে নষ্ট হয়েছে। প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ প্রদান করা হয়েছে। আবহাওয়া ভালো, রোগ-বালাই, পোকামাকড় নেই এবং সময় মতো বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে আমন ধানের ফলন ভালো হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক ময়মনসিংহ প্রতিদিন
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ৩০.১১.২০২৩ খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
নিবন্ধ/প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

ময়মনসিংহে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে চাকরির প্রলোভনে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

এনামুল হক ছোটনঃ
ময়মনসিংহে মাইজবাড়ী আব্দুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকরির প্রলোভেন দেখিয়ে বেকার যুবকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তার নাম এ.কে.এম জহিরুল হক। তিনি মাইজবাড়ী আব্দুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। একজন প্রধান শিক্ষকের এমন প্রতারণার ঘটনা জানাজানি হলে পুরো এলাকাজুড়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। তবে এ ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১নং আমলী আদালতে কোতোয়ালী সি.আর মামলা নং-২৪২১/২০২৩ একটি মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী মোঃ সানাউল হক। মামলার সূত্রে জানা যায়- ২০১৭ সালে ১১ ডিসেম্বর মামলার বাদী ● ৩-এর পাতায় দেখুন

ময়মনসিংহে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

(শেষের পাতার পর) মোঃ সানাউল হকের কাছ থেকে মাইজবাড়ী আব্দুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তার বিদ্যালয়ের প্যাডে অঙ্গীকারনামা করে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা গ্রহণ করে। তবে অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মামলার বাদী আসামীর কাছে টাকা ফেরত চাইলে আসামী এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাক্ষীগণের সামনে টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। এতে সুষ্ঠু বিচারের আশায় ভুক্তভোগী মোঃ সানাউল হক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভুক্তভোগী জানান, বিদ্যালয়ে চাকরি দেয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিয়েছেন এ.কে.এম জহিরুল হক। কিন্তু তাদের কারো চাকুরী হয়নি। এখন ঐ টাকা ফেরত দিতে গড়িমসি করছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ১০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে স্থানীয় একটি পত্রিকায় প্রকাশিত এক পুনঃ আবশ্যক বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এতে বলা হয়- মাইজবাড়ী আব্দুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণি পদে কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হবে। পত্রিকায় এর আগে আরও কয়েকবার বিদ্যালয়ে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ভুক্তোভোগীদের পরিবারসহ স্থানীয়দের অভিযোগ, চাকরির দালালিসহ বিদ্যালয় পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম করে এ.কে.এম জহিরুল হক সম্পত্তির পাহাড় গড়েছেন।বিদ্যালয়ে চাকরি দিতে পারবেন এমন নিশ্চয়তা দেন এবং এভাবে স্থানীয় কয়েকজন যুবককে বোকা বানিয়ে তাদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা উত্তোলন শুরু করেন। টাকা নিয়ে মাইজবাড়ী আব্দুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্যাডে অঙ্গীকারনামাও করেন। তবে চাকরি না হওয়ার পর টাকা ফেরত চাইতে গেলে তিনি গড়িমসি শুরু করেন। এ ঘটনায় মামলার বাদী মোঃ সানাউল হক জানান, আমাকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছিলো মাইজবাড়ী আব্দুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম জহিরুল হক। তিনি স্কুলের প্যাডে সাক্ষর করে সাক্ষীদের উপস্থিতে টাকা নিয়েছিলো ২০১৭ সালে। পরে চাকরি না দিলে, আমি টাকা চাইতে গেলে প্রধান শিক্ষক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো স্কুল কমিটির ক্যো-আব সদস্য পদ দিবে কিন্তু তখনও তিনি টাকার বিনিময়ে আমাকে না দিয়ে, তার নিজের লোকদের দিয়ে নির্বাচন ছাড়াই সদস্য করে কমিটি গঠন করে। এ নিয়ে স্কুল শিক্ষকদের অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এছাড়াও তার অবৈধ স্কুল কমিটির মাধ্যমে অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু দিন পর পর পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সহজ সরল মানুষকে চাকরির লোভ দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এজন্যই আমি প্রধান শিক্ষক এর বিরুদ্ধে মামলা করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আশা করি প্রশাসন সুষ্ঠু তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে এবং এতে নিয়োগের নামে প্রধান শিক্ষকের লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্য বন্ধ হবে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। এ বিষয়ে মাইজবাড়ী আব্দুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ.কে.এম জহিরুল হককে মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তাকে পাওয়া যায়নি।